সলিটে মহানগর জামায়াতরে রুকন সমাবশে এ দশেে আর ফ্যাসবিাদী শক্তরি উত্থান হবনো হতে দয়ো হবনো

লখেক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 14 November 2026, 10:45 PM | বভিাগ: সারাদশে



বাংলাদশে জামায়াতে ইসলামীর কন্দ্রীয় সহকারী সক্রেটোরি জনোরলে ও সাবকে সংসদ সদস্য ড. এ এইচ এম হামদিুর রহমান আযাদ বলছেনে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদশেরে সবুজ ভূখণ্ডে ইনসাফভত্তিকি সমাজ প্রতষ্ঠিায় কাজ করছ।ে মানবতার কল্যাণ সাধন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদরে মূল লক্ষ্য। এ দশেে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনরে বরিুদ্ধে অতীতে অনকে ষড়যন্ত্র হয়ছে,ে এখনো হচ্ছ।ে আদর্শকি মোকাবলিায় ব্যর্থ হয়ে আমাদরে শীর্ষ নতেৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দওেয়া হয়ছে,ে কারাগারে নর্যিাতন চালয়িে শহীদ করা হয়ছে।ে কন্তিু কোনো ষড়যন্ত্রই জামায়াতরে অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারনে,ি ভবষ্যিতওে পারবে না। চব্বশিরে জুলাই গণঅভ্যুত্থানরে মধ্য দয়িে দশেে ফ্যাসবিাদরে কবর রচতি হয়ছে।ে এ দশেে আর ফ্যাসবিাদী শক্তরি উত্থান হতে দওেয়া হবে না। এ ব্যাপারে জামায়াতরে সর্বস্তররে জনশক্তকিে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমকিা পালন করতে হব।ে

তনিি বলনে, চব্বশিরে জুলাই গণঅভ্যুত্থানরে আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে জামায়াতে ইসলামী কাজ করে

যাচ্ছে। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী বর্তমান সরকার দিল শহীদ ও আহতদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করছে। তারা পতিত ফ্যাসিবাদী সরকারের দেখানো পথেই হাঁটছে। এর পরিণতি কখনো ভালো হবে না। জুলাই সনদ বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করতে জামায়াত ও ১১ দলীয় ঐক্য সংসদে এবং রাজপথে সোচ্চার রয়েছে। কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

তিনি শনিবার (১৪ নভেম্বর) সিলেট মহানগর জামায়াতের রুকন সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। নগরীর নয়াসড়কস্থ একটি কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে মহানগরীর সকল রুকনগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সমাবেশে মহানগরীর নবগঠিত সকল সাংগঠনিক থানার আমীরের শপথবাক্য পাঠ করান মহানগর আমীর মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও মহানগর আমীর মুহাম্মদ ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটোরি মোহাম্মদ শাহজাহান আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও সিলেট জেলা আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমান।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন, সিলেট অঞ্চল টিম সদস্য হাফিজ আব্দুল হাই হারুন, মহানগর জামায়াতের নায়েবে আমীর ড. নূরুল ইসলাম বাবুল ও ডাক্তার মো. ফখরুল ইসলাম, জেলা সেক্রেটোরি জয়নাল আবেদীন, মহানগর সহকারী সেক্রেটোরি অ্যাডভোকেট মো. আব্দুর রব, জাহেদুর রহমান চৌধুরী ও মাওলানা ইসলাম উদ্দিন।

থানা আমীরদের মধ্যে থেকে উপস্থিত ছিলেন- মাওলানা ক্বারী আলাউদ্দিন, মাওলানা আব্দুল লতিফ, মু. আজিজুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম মজুমদার, মু. শাহেদ আলী, শামীম আহমদ, ইঞ্জিনিয়ার শাহজাহান কবির রিপন, নাজির উদ্দিন, এডভোকেট আলিম উদ্দিন, জসিম উদ্দিন, এডভোকেট ইয়াসীন খাঁন, মাওলানা ফখরুল ইসলাম, নুরুল আলম ও সাবেক মহানগর শুরা সদস্য লন্ডন প্রবাসী মোঃ আনওয়ার আলী প্রমূখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতিতে জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং চাঁদাবাজির কারণে জনগণ অতীষ্ঠ। ব্যবসায়ীগণ স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারছেনা। পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তি দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি ও নাশকতা করলেও সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণের জানমাল ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সরকারকে দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে।

দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সংগঠনের প্রতিটি স্তরের দায়িত্বশীলদের ব্যক্তিগত জীবন,

নতৈকিতা, জ্ঞান, দক্ষতা ও সাংগঠনকি যোগ্যতার মান বাড়াতে হবে। নতেৃত্বরে গুণাবলি অর্জনরে পাশাপাশি দ্বীনি জ্ঞানচর্চা ও আত্মশুদ্ধরি প্রতি যত্নবান হতে হবে। একটি আদর্শকি ও সুশৃঙ্খল সংগঠন গড়তে তুলতে হলে দায়ত্বিশীলদরে নজিদেরে যোগ্য করে গড়তে তোলার বকিল্প নইে।

তনিি আরও বলনে, সংগঠনে দায়ত্বি পাওয়া কোনো পদমর্যাদা বা ব্যক্তগিত সম্মানরে বষিয় নয়; বরং এটি একটি আমানত। প্রত্যকে দায়ত্বিশীলকে অর্পতি দায়ত্বি যথাযথভাবে পালনরে পাশাপাশি নজিরে কাজরে জন্য জবাবদহিতিার মানসকিতা তরৈি করতে হবে। দায়ত্বি পালনে অবহলো, উদাসীনতা কংিবা ব্যক্তগিত স্বার্থকে প্রাধান্য দওেয়ার কোনো সুযোগ নইে। সংগঠনরে লক্ষ্য ও উদ্দশ্যে বাস্তবায়নে প্রত্যকেকে নষ্ঠিা, সততা ও আন্তরকিতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। নজিদেরে মধ্যে পারস্পরকি পরামর্শ, সমন্বয় ও সহযোগতিা বাড়য়িে সাংগঠনকি কার্যক্রমকে আরও গতশিীল করতে হবে।

সভাপতরি বক্তব্যে মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম বলনে, ইসলামী আন্দোলনে দায়ত্বি চয়েে নওেয়ার কোনো সুযোগ নইে। আবার দায়ত্বি অর্পতি হলে তা উপক্ষো করারও সুযোগ নইে। সংগঠনরে প্রতটিি দায়ত্বিকে আমানত হসিবেে গ্রহণ করে শপথরে আলোকে লক্ষ্য ও উদ্দশ্যে বাস্তবায়নে দায়ত্বিশীলদরে অগ্রণী ভূমকিা পালন করতে হবে। ব্যক্তগিত চাওয়া-পাওয়া, পদ-পদবি কংিবা স্বার্থরে ঊর্ধ্বে উঠে সংগঠনরে বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দতিে হবে। দায়ত্বি পালনে আন্তরকিতা, নষ্ঠিা ও শৃঙ্খলার পরচিয় দতিে হবে। জবাবদহিতিা নশ্চিতি করার পাশাপাশি পরস্পররে সহযোগী হয়ে কাজ করতে হবে। এর মধ্য দয়িইে সংগঠনরে লক্ষ্য অর্জনরে পথ সুগম হবে এবং ইহকালীন সাফল্য ও পরকালীন মুক্তরি পথ প্রশস্ত হবে।

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনটি আমাদরে ওয়বেসাইট থকেে ডাউনলোড করা হয়ছে।